দ্বিতীয় অধ্যায়

নাট্যকার রামনারায়ণ ও তাঁর নাট্য পরিচয়

রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটককে রমেশচন্দ্র দত্ত 'First dramatic work in Bengali language' বলে অভিহিত করেছিলেন। তারপর আরো কেউ কেউ ঐ কথার পুনরুক্তি করেছেন। আক্ষরিক অর্থে না হলেও কথাটির মধ্যে একটি গভীর সত্য আছে। প্রকৃতপক্ষে রামনারায়ণ বাংলা নাটকে প্রথম মঞ্চ-প্রয়োগ-ধর্ম আরোপ করে তাকে অভিনেয় করে তুলতে পেরেছিলেন। একথা সত্য তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' প্রথম অভিনীত নাটক নয়। কিন্তু একবার মঞ্চ সাফল্য লাভ করবার পরে রামনারায়ণ দীর্ঘদিন বাংলা মঞ্চের সফল নাট্যকার হিসেবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন। ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর একটির পর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলির অনেকগুলিই অভিনীত হয়েছে।

রামনারায়ণ যখন নাটক লিখতে শুরু করেন তার আগে বাংলায় যে কখানি নাটক ছিল সেগুলির ভূমিকা ঐতিহাসিক। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' বা জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' কিংবা হরচন্দ্রের অনুবাদ নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের একটি যুগের বিশেষ ধর্ম এই নাটকগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম তিনজনই বাংলা নাটকে ইংরেজি নাট্যরীতির প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন। একথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলা নাটক য়ুরোপীয় নাট্যরীতি গ্রহণ করেই সে যুগে নিজের স্বতন্ত্র নাট্যপ্রকৃতি গড়ে তুলছিল। রামনারায়ণ কিন্তু ইংরেজি জানতেন না। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত; সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। আসলে তাঁর মাধ্যমে বাংলা নাটকে আমরা অন্য একটি শক্তির/ভারতীয় জীবন চেতনার/দিকটিকে ফুটে উঠতে দেখি। যে কালে রামনারায়ণ নাটক লিখতে শুরু করেন তখন একদিকে প্রাচ্যবোধ অন্যদিকে পাশ্চাত্য বোধের প্রবল দ্বন্দ্ব চলেছে। কোথাও কোথাও সেই দ্বন্দ্বে প্রাচ্য চেতনা জয়যুক্ত হচ্ছে। আবার প্রবল পাশ্চাত্য চেতনার ভিতরে ভিতরে ভারতীয় চেতনার অন্তর্গূঢ় প্রবাহও বেগবান রূপলাভ করছে। রামনারায়ণের কালে এই দেশীয় চেতনা বা প্রাচ্যবোধের একটি উত্থান লক্ষ করা যায়। রামনারায়ণের নাটকে এই প্রাচ্য চিত্তধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। কিংবা বলা যায় রামনারায়ণ রেনেসাঁসের প্রাচ্য-কোটির মন নিয়ে সমাজকে দেখেছেন

বলে — ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যশিক্ষিত য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন মানুষদের ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ — সে দিক থেকে না দেখে নিজের মতো করে সমাজ কল্যাণের কাজ করেছেন। ভারতীয় সমাজে তা গভীর তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

বাংলা নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রবেশ কিছুটা আকস্মিক। শুধু নাটকে কেন সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ আকস্মিক। তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র এবং মেট্রোপলিটান কলেজের বঙ্গভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক। রংপুর-কুণ্ডীয় জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর বিজ্ঞাপিত 'পতিব্রতোপাখ্যান' বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। এই পারিতোষিক লাভের উদ্দেশ্যে পাতিব্রত্য সম্পর্কে বাংলা প্রবন্ধ রচনা করে তিনি সাহিত্য প্রবেশ করেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ রচনার চেয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল সেই কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নামে নবীন নাট্যরচনা বিষয়ে ৫০ টাকা পারিতোষিক ঘোষণা। এই বারেও রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক রচনা করে সেই নির্দ্ধারিত পারিতোষিক লাভ করেন। এই ভাবে বাংলা প্রবন্ধ বা নাট্যসাহিত্যের জগতে পুরস্কারের মূল্য লক্ষ করে এবং অন্য নির্দেশিত বিষয় অবলম্বন করে রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রবেশ ঘটল। সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতার মূলে যে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি এবং অনুভব ক্রিয়া কাজ করে, সেই স্বাধীন নির্বাচন ক্রিয়া বিষয়ের সঙ্গে কবি মনের সাযুজ্য ঘটে এ ক্ষেত্রে তার কোনটিই ঘটেনি। তিনি নিজের চিত্তোত্তেজক কোনো বিষয় অবলম্বন করে রচনাকার্য সম্পন্ন করেননি। তবে একথা মনে করা যায় যে সমাজের নারীপুরুষের সম্পর্কের নানা হৃদয়হীন আচরণ তাঁর মনকে হয়তো দ্রবীভূত করেছিল। এগুলি সাহিত্যের সৃষ্টি কর্মে তাঁকে টেনেছিল। সুতরাং বলা যায় তিনি আকস্মিক ভাবে বাংলা সাহিত্যে এবং বিশেষভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর মনের সঙ্গে বিষয়ের একটা যোগ হয়েই গিয়েছিল। কালবৈগুণ্যে অনেক সময় অনেক সৃষ্টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু রামনারায়ণের কাল নানা দিক থেকে তাঁর প্রতিভা বিকাশের উপযোগী ছিল। প্রথমত বাংলা দেশে তখন নারীর জীবনাধিকার সম্প্রসারণের কাজ চলেছিল। নারীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ রদ ইত্যাদি নানা নারীনীতি নিয়ে সমাজের প্রগতিশীল অংশ সরব ছিল। সমাজের যাঁরা এসব স্বীকার করতেন না তাঁরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ফলত নারীর জীবন প্রসঙ্গ এবং জীবনাধিকার বিষয়ে চর্চা বাংলা সমাজের একটা মুখ্য প্রবণতা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। অন্যপক্ষে বাংলা নাট্যচর্চার দিক থেকেও সেটা ছিল উল্লেখযোগ্য সময়। রামনারায়ণ অবশ্য পর নির্দেশিত বিষয়ে নাট্যরচনা করেছেন। কিন্তু এই পর নির্দেশিত হওয়াতেই

বোঝা যাচ্ছে সমাজের প্রবণতা কীরূপে কোন দিকে কাজ করেছে। নাটক লেখার একটা হাওয়া তখন বাংলা দেশে তৈরী হয়েছে। নাট্যরচনা এবং নাট্যাভিনয় ধনী অভিজাত জমিদার বাড়ীর একটা নূতন আমোদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই আমোদ চরিতার্থ করার উপযোগী নাটকের অভাবও ছিল। ফলে পুরস্কারের লক্ষ্যে রচিত হলেও 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বাঙালীর সেই নাট্যপ্রীতির যুগের সৃষ্টি। অবশ্য এর বিষয় সম্বন্ধে রক্ষণশীল শ্রেণীর মতাদর্শগত ও অস্বস্তি ছিল। সেজন্য ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এটি মঞ্চস্থ হয়নি। নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর স্বীয় বাসভূমি হরিনাভি গ্রামে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তক্তপোষ সংগ্রহ করে তিনি নিজেই ষ্টেজ তৈরী করেছিলেন। গ্রামের লোকজন সেই সময় যাত্রার আসর দেখতে অভ্যস্ত। এ ধরনের বাঁধা মঞ্চ তারা পূর্বে কখন দেখেনি, তাই তারা ষ্টেজের চারিদিকে ঘিরে বসেছিল। তখন তর্করত্ন মহাশয় তাদের বুঝিয়ে বললেন যে এ যাত্রা নয়, এ থিয়েটার, এতে শুধু একদিক থেকে দেখা যাবে। এমনকি নট নটীদের সাজার ব্যবস্থা নাকি তিনিই দিয়েছিলেন।[১] বাঙালীর নাট্যরস উন্মোচন পর্বে রামনারায়ণ নিজের নাট্যপ্রতিভার প্রথম উন্মোচন লক্ষ করে নিজেই হয়ত কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিলেন। আর তাঁর এই নাট্য প্রতিভার অচিরেই তাঁকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি এনে দেয়। কেননা আমরা দেখতে পাই সেকালের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয়মঞ্চে তাঁর নাটকই ছিল প্রধান অভিনেয় বস্তু। পাথুরিয়াঘাটা মঞ্চে, বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে, বেলগাছিয়া নাট্যশালায়, সাধারণ রঙ্গালয়ে এবং ওরিয়েন্টাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁর নাটক বারবার অভিনীত হয়েছে। অভিনয় সৌভাগ্য সেকালে খুব বেশি নাট্যকারের ছিল না। সুতরাং বলা যায় রামনারায়ণ তর্করত্ন পারিতোষিক লক্ষ্য করে যে নাটক রচনা শুরু করলেন তার সঙ্গে সেদিনকার বাংলাদেশের রুচির যোগ ঘটেছিল। আর যে নাট্যশিল্পী রামনারায়ণের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল এই ভাবে তার প্রকাশ সম্ভব হল। শিল্পীসমাজ ও সাহিত্য বস্তুর একটা যোগ রচিত হল। এই ভাবে রামনারায়ণ বাংলা নাট্যমঞ্চের জনপ্রিয় নাট্যশিল্পী হিসেবে পরিগণিত হলেন। একের পর এক অনেকগুলি নাটক তিনি রচনা করলেন এবং নাটুকে রামনারায়ণ হিসেবে তিনি বাংলাদেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। সুতরাং বলা যেতে পারে এই নাট্যশিল্পের সঙ্গে তাঁর সৃজনশীল মনের গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

এই রামনারায়ণ তর্করত্ন সম্বন্ধে আজ আর কোন নূতন করে কোনো তথ্য সংগ্রহ করার উপায় নেই। পূর্বসূরীরা- বিশেষত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন - এখন

তাই তাঁর সম্পর্কে জানবার উপায়।

রামনারায়ণ তর্করত্নেরা ছিলেন দাক্ষিণাত্য শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হরিনাভি গ্রামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা রামধন ছিলেন সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বাল্যবয়সেই তিনি পিতামাতাকে হারাল এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও তাঁর স্ত্রী কর্তৃক লালিত ও পালিত হন। তর্করত্ন মহাশয় পরে বলেছেন এই বৌদিই তাঁকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করেছিলেন। রামনারায়ণ বিদ্যালাভের জন্য বহু জায়গায় ঘুরেছিলেন। বাল্যে গ্রামের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মধুসূদন বাচস্পতির কাছে তাঁর শিক্ষা শুরু হয় । এখানে ব্যাকরণ স্মৃতি ও কয়েকটি কাব্য তিনি অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পূর্বদেশস্থ পোড়া গ্রামে কিছুদিন অতিবাহিত করেন।[২] তাঁর দাদা প্রাণকৃষ্ণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই সময় থেকে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে কৃতবিদ্য হন। বৃত্তিপ্রাপ্ত - কৃতীছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কার্য আরম্ভ হয়। ঐ সময় থেকে রামনারায়ণ কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ঈশ্বরগুপ্ত বলেছিলেন তিনি সুচারুরূপে বাংলা শিক্ষাদানের কাজ নির্বাহ করেছিলেন।[৩] এরপর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রধানত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ শে জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

রামনারায়ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'শিল্প পুষ্পাঞ্জলি' নামক একটি প্রবন্ধে শিক্ষার্থীদের অবস্থান ব্যয়ের সাহায্য স্বরূপ তাঁর মাসিক দশ টাকা দান হিসেবে দেবার সংবাদ ছিল। তিনি অবসর গ্রহণ করবার পর তাঁর নিজের গ্রামেই একটি চতুস্পাঠী স্থাপন করে সেখানে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেছিলেন সে সংবাদও পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় শিক্ষাদান কর্মের সঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত ছিলেন। সোমপ্রকাশ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চরিত্রের নানা গুণের উল্লেখ করেছিল ঃ — ''তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইঁহার সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।''[৪]

রামনারায়ণের এই রসপূর্ণ আলাপের কথা আরো অনেকে বলেছেন। তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে অনেকগুলি শ্লোকে শ্লেষোক্তির উদাহরণ পাওয়া যায়। এই শ্লেষোক্তি প্রিয়তা তাঁর বিশেষ

গুণ ছিল। মন্মথনাথ ঘোষ রামনারায়ণের এই শ্লেষ প্রিয়তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।[৫]

একদিন ব্রাহ্মণ বিদায় উপলক্ষে রামনারায়ণ ছাতুবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণকে তিনটাকা দক্ষিণা দিয়ে ছাতুবাবু রামনারায়ণকে দুটাকা দিলেন। তাতে রামনারায়ণ বললেন "মহাশয় আপনি পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমার প্রতি পক্ষপাত করিলেন। আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন।" এতে ছাতুবাবু প্রীত হলেন কিন্তু মজা করে বললেন তর্করত্ন মহাশয় ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেরই আছে মানুষের তা নেই। এতে তর্করত্ন বললেন — "আপনাকে তো আমরা আশুতোষ বলিয়াই জানি। ত্রিনেত্র কেন? পঞ্চানন আশুতোষের পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নৃত্য (নেত্র?) আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।" এতে খুশী হয়ে ছাতুবাবু তাঁকে পনের টাকা দক্ষিণা দেন। তাঁর সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্নও এই পরিহাস রসিকতার উল্লেখ করেছেন। সেকালে এই শ্লেষোক্তি অনেকের মধ্যেই ছিল। তবু এই মনোহর বাক্য ভঙ্গি তার নাট্যসংলাপে বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

রামনারায়ণকে সংস্কৃত কলেজের এক সময়ের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল কবি কেশরী উপাধি দিয়েছিলেন। কাউয়েল তাঁর 'দক্ষযজ্ঞ' নামক সুললিত রচনা পাঠে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এই উপাধি দিয়ে ছিলেন। রামনারায়ণ এছাড়াও 'আর্য্যাশতক' নামে একটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। আর্য্যাশতক বা 'দক্ষযজ্ঞ' সংস্কৃত কবিতা হিসেবে ভালো লেখা। এখানে বলা দরকার রামনারায়ণের দাদা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরও কয়েকটি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে 'শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাশতক' এবং 'শিবশতক স্তোত্র' নামে কবিতা পুস্তক ছিল। এতে বোঝা যায় তাঁদের পরিবারে কাব্য রচনা চর্চার একটা ধারা ছিল। কবিত্ব শক্তিও উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সোমপ্রকাশ লিখেছিল "বর্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না।"[৬] সেকথা আমরা তাঁর কবিত্বশক্তির প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। ঐ কাগজেই পাই, 'দক্ষযজ্ঞ' কাব্যে —

> তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচনা বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলংকার পূর্ণ যে তাঁদের 'আর্যশতক' এবং 'দক্ষযজ্ঞ' সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।[৭]

বস্তুত মৃত্যুর পর রচিত হলেও এই বিবৃতিকে কেবল শোকোচ্ছ্বাসজনিত প্রশংসা বলে গ্রহণ নাও করা যেতে পারে।

সোমপ্রকাশে যে কবিত্ব শক্তির উল্লেখ করা হয়েছিল এখানে তার দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই । এ বিষয়ে সাহিত্যসাধক চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটুকু উদ্ধার করেছেন তাই আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল। সোমপ্রকাশের উক্ত প্রবন্ধে রামনারায়ণের যে কবিত্ব শক্তির কথা বলা হয়েছে, সেই কবিত্বই নাট্যরচনার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই নাট্যরচনা নৈপুন্যের জন্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তাঁর ফিলহার্মোনিক অ্যাকাডেমি তাঁকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি এবং 'কনক কেয়ুর' প্রদান করেছিলেন। কবিত্ব এবং নাট্যকবিত্ব যাই হোক সৃষ্টিশীলতা এবং রচনাচাতুর্য রামনারায়ণের ছিল। তাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে কবি এবং নাট্যকার রূপে খ্যাত হয়েছেন।

কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজের ছাত্রদের কাছে তিনি প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেন। আর এই বক্তৃতায় তিনি বাংলা ভাষার প্রতি যে আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। ইতিমধ্যে তিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' রচনা করেছেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' গদ্য প্রবন্ধ। 'পতিব্রত্যধর্মের' গুণ বর্ণনা করে এই বইটি রামনারায়ণ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে নারীশিক্ষার কথাও বলেছেন। এইটিই ছিল তাঁর প্রথম গদ্য রচনা। রামনারায়ণ রচনাবলীর মধ্যে এই 'পতিব্রতোপাখ্যান' এবং ছাত্রদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা এই দুটি গদ্যরচনা বাদ দিলে অন্যান্য সবগুলিই তাঁর নাট্যরচনা। এখানে রামনারায়ণের নাট্যবলীর পরিচয় দেওয়া যায়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন সর্বসাকুল্যে তেরটি নাটক রচনা করেছিলেন। অনেকে এগুলিকে সামাজিক প্রহসন, অনুবাদমূলক ও পৌরাণিক এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। রামনারায়ণের এই নাটক মঞ্চের তাগিদেই রচিত হয়েছিল। কেবল 'কুলীন কুলসর্বস্ব' ভিন্নপ্রেরণা জাত। তাঁর এই নাটক রচনার পিছনে মঞ্চের কোনো তাগিদ ছিল না। ছিল শুধু সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব।[৮]

কুলীন কুলসর্বস্ব

রংপুর কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী বিজ্ঞাপন দিয়ে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নামক একটি মনোহর নাটক রচনার জন্য ৫০ টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই নাটক রচনা করেন এবং ৫০ টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' তাঁর উদ্দেশ্যমূলক

রচনা। নাটকটি ছয় অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে তিনি কৌলীন্য প্রথা, ঘটকের ভণ্ডামি, বরের আযোগ্যতা এবং নারী জীবনের সমস্যা ইত্যাদি চিত্র তুলে ধরেছেন। সোমপ্রকাশে রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটককে বাংলা ভাষার প্রথম নাটক বলা হয়েছে। তথ্য হিসাবে ঠিক না হলেও তিনিই প্রথম ধারাবাহিক ভাবে মঞ্চে অভিনয়যোগ্য নাটক রচনা করেন। তাঁর এই 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। শোনা যায় তিনি নিজের গ্রামে মঞ্চ তৈরী করে এটির অভিনয় করিয়েছিলেন। পরে এই নাটকটি কলকাতার নূতন বাজারেও বাঁশতলার গলিতে এবং চুঁচুড়াতে অভিনীত হয়।[৯]

বেণীসংহার

'বেণীসংহার' রামনারায়ণের দ্বিতীয় নাটক। এটিই তাঁর প্রথম অনুবাদ নাটক (১৮৫৬)। নাটকটি ভট্টনারায়ণের প্রণীত 'বেণীসংহার' নাটক এর ভাবানুবাদ। পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। দুর্য্যোধনের সভাতে দুঃশাসন বলপূর্বক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলেন। তখন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কৌরবদের বিনাশ করে দ্রৌপদীর বেণীসম্বরণ করে দেবেন। এই নাটকে পাণ্ডবদের যুদ্ধ ও ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা পালন প্রদর্শিত হয়েছে। সমসাময়িক সমালোচক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই নাটক সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন যে "তিনি সর্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটীরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন।"[১০] এজন্য নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছিল। পাঠক ও দর্শক সমাজে নাটকটি প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিল।

রত্নাবলী

'রত্নাবলী' তাঁর দ্বিতীয় অনুবাদ নাটক (১৮৫৭)। এটি শ্রীহর্ষের প্রণীত সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটিকা অনুকরণে রচিত। নাটকটি চার অঙ্কে বিভক্ত। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের উদ্যোগে বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এই 'রত্নাবলী' নাটক এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। রামনারায়ণ 'রত্নাবলী' অনুবাদের জন্য উক্ত রাজাদের কাছ থেকে ২০০ টাকা পুরস্কার পান।[১১] রামনারায়ণের আত্মকথা থেকে জানা যায় যে 'রত্নাবলী' উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকটস্থ বেলগাছিয়ার বাটিতে ৬/৭ বার অভিনীত হয়। এই 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক লেখার সঙ্কল্প জাগে।

অভিজ্ঞান শকুন্তল

রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক অনুবাদ করেছিলেন। এটি মহাকবি কালিদাস প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এর অনুকরণে রচিত। তাঁর এই নাটকটির সংলাপের ভাষা প্রাঞ্জল ও মূলের গাম্ভীর্য অনেক পরিমানে রক্ষিত হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাস পর্যন্ত তাঁর এই নাটকটি অভিনীত হয়নি। কলকাতার শাঁকারীটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাড়িতেই এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। রামনারায়ণ স্বয়ং লিখেছিলেন যে উক্ত স্থলে তাঁর এই নাটক পাঁচবার অভিনীত হয়েছিল।

যেমন কর্ম তেমনি ফল

রামনারায়ণ তর্করত্ন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসনটি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। প্রহসনটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। কোন বৃদ্ধ ও বুদ্ধিহীন মুন্সোব স্বীয় বাধর্ক্য সত্ত্বেও নিজেকে তরুণ মনে করে কোন এক প্রতিবেশীর সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে কিরূপ জব্দ হয়েছিলেন- তাহাই এই প্রহসনের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রহসনটির ভাষাকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য কথ্যরীতির শব্দ, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, অনুপ্রাস ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রহসনটি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

নব-নাটক

'নব-নাটক' রামনারায়ণের দ্বিতীয় সামাজিক নাটক। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি বহুবিবাহ বিষয়ক একটি নাটক রচনার জন্য ২০০ টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করেছিলেন। এই কমিটি রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক রচনার ভার দেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এই নাটক রচনা করেছিলেন । নাটকটির রচনার তারিখ ১৫ বৈশাখ ১২৭৩ বঙ্গাব্দ। এই নাটকে বহুবিবাহের কুফল বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও এর সঙ্গে স্বামী বশীকরণের তুক্তাক, বৈধব্যবেদনা, দলাদলি, ইংরেজি শিক্ষার ফলাফল, বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। নাটকের ভাষা স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল। নাটকটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণ থাকার ফলে নব্যপন্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জোড়াসাঁকোর একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা সভায় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটক রচনার জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কার স্বরূপ একটি রৌপ্য পাত্রে রক্ষিত দুশো টাকা রামনারায়ণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।[১২] জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে 'নব-নাটকে'র প্রথম অভিনয় হয়। আর রামনারায়ণ

প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আত্মকথা থেকে জানতে পারা যায় যে উক্ত ঠাকুর বাড়িতে এই নাটক নয়বার অভিনীত হয়েছিল।

মালতীমাধব

'মালতীমাধব', রামনারায়ণের অনূদিত একটি নাটক। তাঁর এই নাটকটি মহাকবি ভবভূতি প্রণীত 'মালতীমাধব' নাটকের ভাবানুবাদ। ১২৭৪ বঙ্গাব্দে এটি অনূদিত হয়। নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত। নাট্যকার মূলের বহু ঘটনাকে অদলবদল করেছেন। বনয়ারীলাল রায় নামেকোন এক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর এই নাটকের গানগুলি রচনা করেছিলেন।[১৩] পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে তিনি তাঁর এই নাটকখানি প্রদান করেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেন। রামনারায়ণের আত্মকথা থেকে জানা যায় যে এই নাটকখানি উক্ত রঙ্গ মঞ্চে ১০/১১ বার অভিনীত হয়েছিল।

উভয় সঙ্কট

'উভয়সঙ্কট' রামনারায়ণের একটি ক্ষুদ্রাকার প্রহসন। প্রহসনটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এই প্রহসনটিতে একটি মাত্র অঙ্ক রয়েছে। এই ছোট প্রহসনটিতে বহুবিবাহের বিশেষ করে এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুনরায় দার পরিগ্রহ করার কুফল বর্ণিত হয়েছে। দুই সতীন স্বামীকে বিকৃত আদর যত্নের আতিশয্য দেখাতে গিয়ে মজার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এই হাস্যজনকতাই উভয় সঙ্কটকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। প্রহসনটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এবং বোধ হয় সেই বৎসরই অভিনীত হয়।

চক্ষুদান

রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর 'চক্ষুদান' প্রহসনটি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। প্রহসনটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। এটি তাঁর একটি উদ্দেশ্য মূলক রচনা। স্বামী নিকুঞ্জবিহারী স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করে অন্য নারীতে নিমগ্ন ছিল। তাই নিকুঞ্জের স্ত্রী বসুমতী একদিন এক ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাঁর স্বামীর চিত্তে চৈতন্য উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিল। এই ঘটনা 'চক্ষুদান' প্রহসনের প্রতিপাদ্য বিষয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন এই তিনটি প্রহসন রচনা করে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন। এইসব প্রহসনগুলি বহুবার তাঁর বাটিতে অভিনীত হয়েছিল।[১৪]

রুক্মিণীহরণ

রামনারায়ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রুক্মিণীহরণ'। এটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত। যুবরাজ রুক্মী শিশুপালের সঙ্গে তাঁর ভগ্নী রুক্মিণীর বিয়ে দিতে চান। কিন্তু রুক্মিণীর তাতে সম্মতি নেই। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে বরণ করতে চান। তখন শ্রীকৃষ্ণ সব বাধা অগ্রাহ্য করে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। রামনারায়ণ এই কাহিনী পুরাণ থেকে সংগ্রহ করলেও নাটকের প্রয়োজনে নূতন চরিত্র সৃষ্টি করে ও ঘটনা বিন্যাস করে এই পৌরাণিক ঘটনাকে নাট্য রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। তিনি তাঁর এই নাটক প্রস্তুত করে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছ থেকে ৫০ টাকা পারিতোষিক লাভ করেছিলেন। তাঁর এই নাটক যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে ১০/১১ বার অভিনীত হয়েছিল।

ধর্মবিজয়

'ধর্মবিজয়' রামনারায়ণের দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক। এটি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। 'ধর্মবিজয়' রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। নাট্য কাহিনী পুরাণ থেকে সংগৃহীত। ১২৮২ বঙ্গাব্দের ১০ই ভাদ্র রামনারায়ণ নাটকখানি সভ্যবৃন্দের আকিঞ্চনে হরিণাভি নাট্যসমাজের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিক্রী করেন।[১৫] এই নাটক কলিকাতার কোন স্থানে অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

স্বপ্নধন

'স্বপ্নধন' তাঁর একটি মৌলিক নাটক। এটি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। নাটকটি সাতটি অঙ্কে বিভক্ত। বিদর্ভদেশের রাজপুত্র মতিমান ও কেরল দেশাধিপতি কন্যা কুসুমলতা পরস্পরকে স্বপ্ন দেখে কিভাবে পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে অবশেষে মিলিত হচ্ছে — এই বিষয়টি 'স্বপ্নধন' নাটকের কাহিনী। নাটকটি সংস্কৃত নাটকের প্রভাব মুক্ত নয় । ভাষা প্রাঞ্জল হয়েছে। নাটকটি অভিনীতও হয়েছিল।

কংসবধ

'কংসবধ' হল রামনারায়ণের তর্করত্নের একটি পৌরাণিক নাটক। এটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। তিন অঙ্কে বিভক্ত । কংস কর্তৃক অক্রূরকে বৃন্দাবন প্রেরণ, কংসকে বধ এবং উগ্রসেনের

পুনরায় সিংহাসন লাভ-এইসব বিষয় নাটকে আছে। কংসবধের এই কাহিনী পুরাণ থেকে সংগৃহীত হলেও তাতে নাট্যকারের যথেষ্ট মৌলিকতা রয়েছে। তাঁর এই নাটকটিও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চের জন্য রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল।[১৬] তবে তাঁর এই নাটকটি কখন কোথাও অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

নির্দেশিকা

১। মণি বাগচি, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬০, পৃঃ - ৪৪

২। প্রবাসী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৩৩৮ , পৃঃ- ৭৬১

৩। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ১৩৫৯, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ- ৭-৮

৪। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড , ৪র্থ সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৫৯, কলকাতা, পৃঃ- ১১

৫। রামনারায়ণ শর্ম্মা, কুলীন কুলসর্বস্ব, ডঃ সত্যব্রত সেন, ডঃ সনাতন গোস্বামী (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ - ১১

৬। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় , সাহিত্য সাধক চরিমালা ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ - ১১

৭। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ - ১২

৮। ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৭৯, পৃঃ - ২৭০

৯। সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা , ১ম সংখ্যা, ১৩৩৮, পৃঃ - ২৫

১০। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৯, পৃঃ - ২৮-২৯

১১। সাহিত্য পরিষদ্, পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৮, পৃঃ - ২৯

১২। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫ - ১৮৭৫), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৪০৫, পৃঃ - ৬৪

১৩। ডঃ সন্ধ্যা বক্সী (সম্পাদিত), রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, ভূমিকা সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৯১, পৃঃ - ৪৭

১৪। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৯, কলিকাতা, পৃঃ - ৩৯

১৫। ডঃ সন্ধ্যা বক্সী (সম্পাদিত), রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ - ২৯২

১৬। সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা , ১ম সংস্করণ ১৩৩৮, পৃঃ - ৪৫